শ্রীপ্রোডাকসন্সের

নন্দন

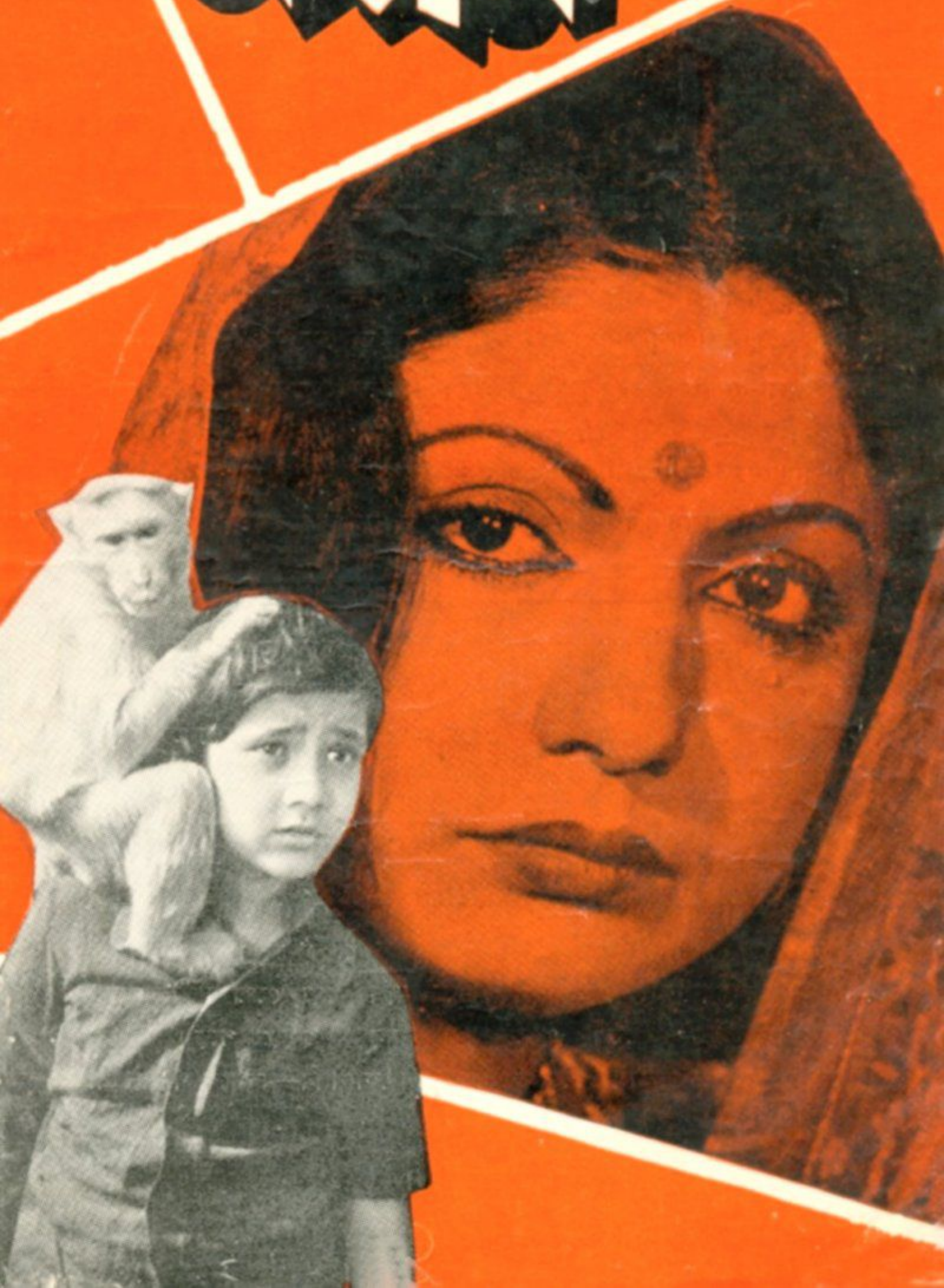

কাহিনী

সত্যেন ও রমার টালিগঞ্জের মুর এ্যাভিনিউয়ের বাড়ীতে তাদের সুখের সংসারে একমাত্র ছেলে বাবলু—না—একমাত্র নয়, নন্দনও তাদের আর একটি সন্তান। যদিও সে মানুষ নয়, বাঁদর। বাঁদর হলে কি হবে, সে মানুষের কথা বলা ছাড়া, সব কাজ করতে পারে। রমা ও সত্যেনকে নিজের মা-বাবার মতন শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, বাবলুকে নিজের ভাইয়ের মতন স্নেহ করে।

সত্যেন নিজে একজন বড় শিল্পী. ছবি আঁকে। তার দার্জিলিংএর কাছে তার বিরাট চা বাগান আছে। তার ম্যানেজার বাসুদেব বাসু প্রায় খবর দেয়, চা-বাগানের ইউনিয়নের লিডার রামসিং মাইনে বাড়ানো নিয়ে গোলমাল করছে।

এই গোলমালটা যখন চরমে পৌছয় তখন সত্যেন সেখানে গিয়ে জানতে পারে—যত নষ্টের গোড়া ঐ ম্যানেজার বাসুদেব। তাকে যাচ্ছেতাইভাবে অপমান করে তাড়িয়ে দেয় সত্যেন। এই প্রসঙ্গে আলাপ হয় অমায়িক পুলিস অফিসার নির্মলের সঙ্গে। যার সঙ্গে, সত্যেনের ওখানকার লরেটোতে পড়া বোন সুনিপার ভালোবাসা হয়। একদিন নির্জন পাহাড়ে, সত্যেন যখন আপনমনে ছবি আঁকছে, তখন বাসুদেব পেছন থেকে এসে গুণ্ডা দিয়ে সত্যেনকে গভীর খাদে ফেলে দেয়।

সত্যেনের কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। শেষে রমা, সুনিপা ও বাবলু, নন্দন কলকাতায় ফিরে আসে। কলকাতায় এসে তারা সবিস্ময়ে দেখে তাদের টালিগঞ্জের মুর এভিনিউর বাড়ী, বাসুদেব আগের থেকে দখল করে নিয়ে নিয়েছে। সত্যেন নাকি ওর কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাড়ীটা আগেই মর্টগেজ করে দিয়েছিল। রমারা আশ্রয় নেয় ওদের বাড়ীর পুরোন ঝি লক্ষ্মীর বস্তির বাড়ীতে। এখানে এসে বাবলু অসুস্থ হয়ে পড়ে। নন্দনের চেষ্টায়—ডাক্তার আসে। শেষে একটি সার্কাস কোম্পানি—নন্দনকে পাঁচ হাজার টাকায় কিনতে চায়। রমা বিক্রী করে না। তাই দেখে বস্তির বৃদ্ধ ভিখারী ব্রজ—নন্দনকে রাস্তায় রাস্তায় নাচিয়ে রমাদের সংসার চালায়। বাবলুকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়। একদিন ব্রজ নন্দনকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। নন্দন ফুটপাথে একটা একমুখ গোঁফদাড়িওলা পাগলকে দেখে থেমে যায়। পাগলটা চক্ দিয়ে ছবি আঁকছে। এই পাগলা আর কেউ নয়, সত্যেন। ব্রজ গিয়ে রমাদের খবর দেয়। রমা ছুটে এসে সত্যেনকে, তার বস্তির বাসায় নিয়ে যায়। কিন্তু সত্যেন ওদের কাউকে চিনতে পারে না। ওর স্মৃতি ভ্রংশ হয়েছে। বড় ডাক্তার দেখেও কিছু করতে পারে না। শেষে তিনি আবিষ্কার করেন সত্যেনের একটি প্রিয় রেকর্ডের গান শোনাতে পারলে তার স্মৃতি ফিরে আসতে পারে।

কিন্তু সেই রেকর্ডটা বাজারে না পাওয়ায়, সেটা তাদের পুরোন বাড়ী থেকে সুনিপা, বাবলু, নন্দনের সাহায্যে রেকর্ডটি নিয়ে আসে। এবং সেই রেকর্ডের গান শুনে-সত্যেনের স্মৃতি ফিরে পায়। তারপর সত্যেন তার মুর এভিনিউয়ের বাড়ী এবং সমস্ত সম্পত্তি ফিরে পেল কিনা—তা ছবি দেখলেই জানতে পারবেন।

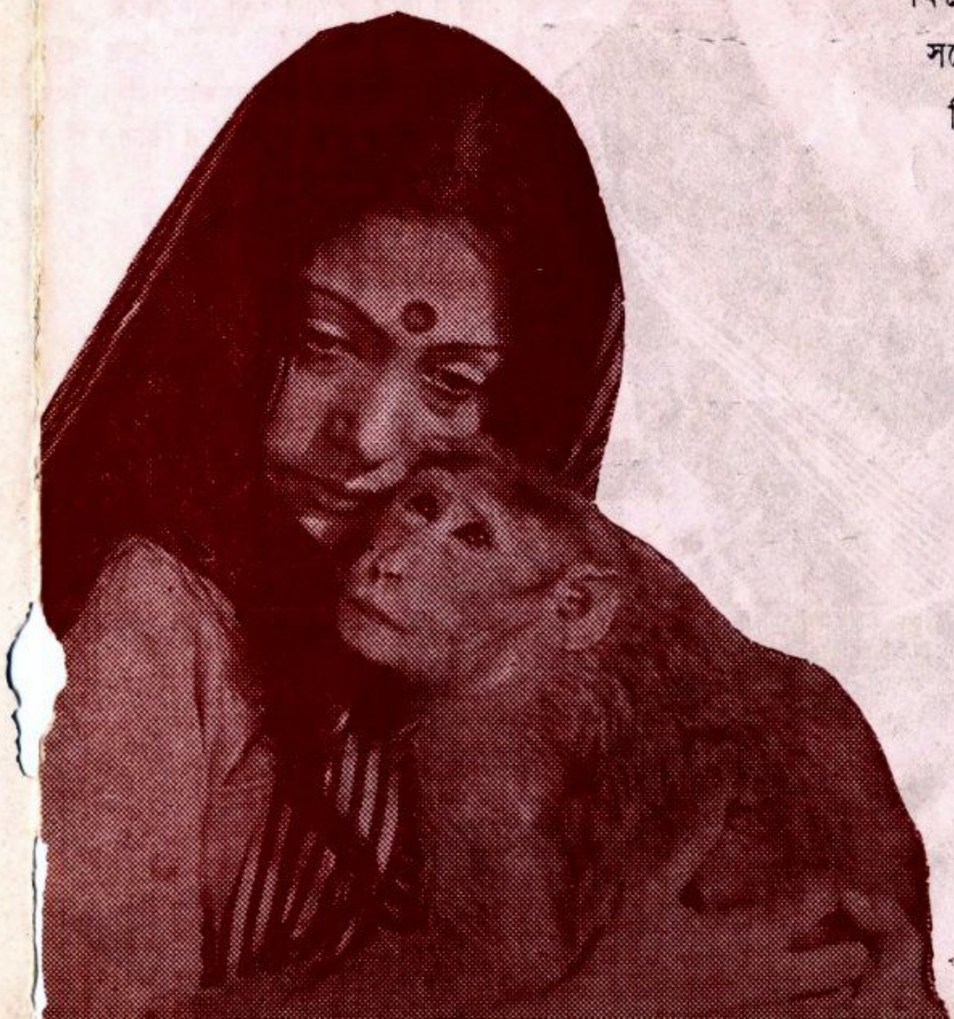

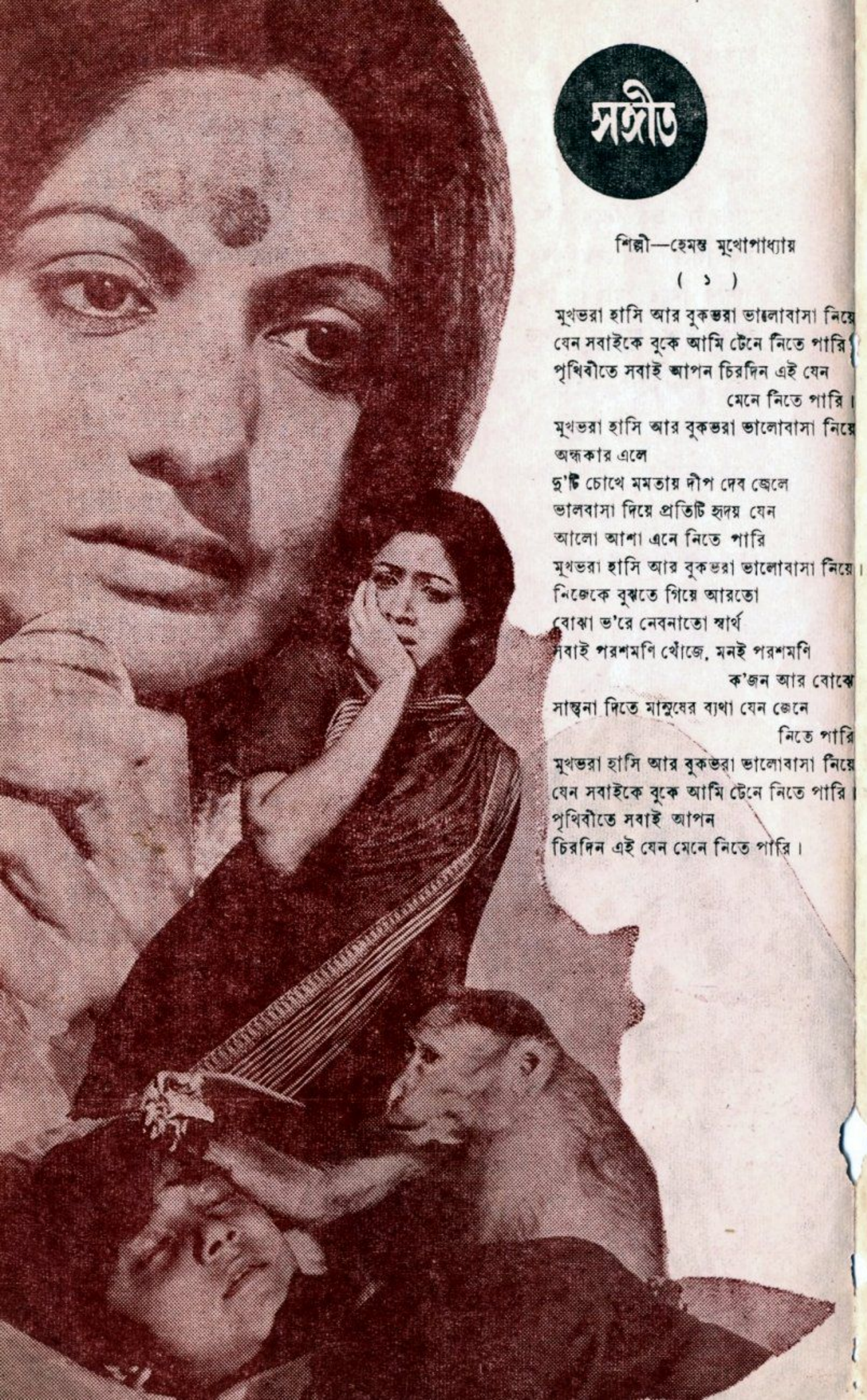

সঙ্গীত

শিল্পী—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

(১)

মুখভরা হাসি আর বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে
যেন সবাইকে বুকে আমি টেনে নিতে পারি
পৃথিবীতে সবাই আপন চিরদিন এই যেন
মেনে নিতে পারি।
মুখভরা হাসি আর বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে
অন্ধকার এলে
দু'টি চোখে মমতায় দীপ দেব জ্বেলে
ভালবাসা দিয়ে প্রতিটি হৃদয় যেন
আলো আশা এনে নিতে পারি
মুখভরা হাসি আর বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে।
নিজেকে বুঝতে গিয়ে আরতো
বোঝা ভ'রে নেবনাতো স্বার্থ
সবাই পরশমণি খোঁজে, মনই পরশমণি
ক'জন আর বোঝে
সান্ত্বনা দিতে মানুষের ব্যথা যেন জেনে
নিতে পারি
মুখভরা হাসি আর বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে
যেন সবাইকে বুকে আমি টেনে নিতে পারি।
পৃথিবীতে সবাই আপন
চিরদিন এই যেন মেনে নিতে পারি।

শিল্পী—আরতি মুখোপাধ্যায়
সুধীন সরকার

(২)

সুনিপা — চুরি চুরি চুরি চুরি ···
নির্মলেন্দু — কি চুরি হয়েছে
কে চোর ? বল···
বল তাকে ধরে এনে ফাঁসিয়ে
দিচ্ছি ভুড়ি
সুনিপা — চুরি চুরি চুরি আমার মন
গিয়েছে চুরি
দারোগা যে নিজেই চোর
নালিশ করতে এখন আমি
কার পেছনে ঘুরি
চুরি চুরি চুরি আমার মন
গিয়েছে চুরি।
নির্মলেন্দু — এ খানা প্রেমের খানা
সুনিপা — না না না ছিলনা জানা
দারোগা যে কেষ্ট ঠাকুর
ছিল না তো জানা
নির্মলেন্দু — তুমি তো সেই রাইবিনোদিনী
রাধারাণী
সুনিপা — হাট্
নির্মলেন্দু — তবে একি গো সেই রসের
ব্রজপুরী
সুনিপা — চুরি চুরি চুরি আমার মন
গিয়েছে চুরি
নালিশ করতে এসে শেষে
গেলাম দেখছি ফেঁসে
নির্মলেন্দু — তাইতো বলছি জামিন নাও
আমায় ভালবেসে
সুনিপা — যেতে দাও হাতটা সরাও
নির্মলেন্দু — বরং হাতে ভালবাসার
হাতকড়িটা পরাও
সুনিপা — ঘেখ কি সাজা তোমার
দিচ্ছি এবার ও মহাশয়
নির্মলেন্দু — সেকি তবে প্রেমের এই
হাজতটাতে পুরি···
সুনিপা — চুরি চুরি চুরি আমার মন
গিয়েছে চুরি
দারোগা যে নিজেই চোর
নালিশ করতে এখন আমি
কার পেছনে ঘুরি

শিল্পী—সুধীন সরকার

(৩)

পাইনের ছায়া মাখা
আঁকা বাঁকা পথ ঘুরে চল দূরে
দু'চোখে সোনালী খুশী ভ'রে নিয়ে
হাত ধরে নিয়ে চল তালে তালে পা ফেলে
ঝর্ণার সুরে চল, দূরে চল দূরে···
পাহাড়ী পাহাড়ী বনফুলে
দেখ গুন্ গুন্ গুঞ্জন তুলে
এক ঝাঁক মৌমাছি ঐ এলো উড়ে
আজ কাজ থেকে ছুটি নেওয়া যাক্
থাক পিছুটান পড়ে পিছুতেই—
অনেক ওপরে আজ আমরা দু'জনে ছাখো
পৃথিবীটা কত নীচুতেই।
পাখীরা বলছে শোনো গল্প হাতে যে সময় বড় অল্প
হাসিটা আমার মুখে দাও নয়ছুঁড়ে···
দু'চোখে সোনালী খুশী ভরে নিয়ে
হাতধরে নিয়ে চল তালে তালে পা ফেলে
ঝর্ণার সুরে চল, দূরে চল দূরে···

শিল্পী—কমল গাঙ্গুলী

(৪)

মা আমার কলিযুগের সীতা
এই মাতো ত্রেতায় ছিলেন জানিস তোরা কিতা—
মা আমার কলিযুগের সীতা—
কেন মায়ের দুটি চরণ ছেড়ে
তীর্থ করতে এমন ফেরে
এই মাকে যেনা দেখলে জনম হোত বৃথা
মা আমার কলিযুগের সীতা।
মানুষ নামে যারা সবাই রাবনেরই বংশধর
তারা মায়ের মূল্য বুঝবে কি
তাদের কাজই হোল ধ্বংস কর
এরা রাবণেরই বংশধর।
মুছে আমার আঁধার কালো
অন্ধচোখে মা হোন আলো।
মায়ের কথামৃতে মনে যে হয় পাঠ
করছি গীতা
মা আমার কলিযুগের সীতা···

শিল্পী—কমল গাঙ্গুলী

(৫)

জনক নন্দিনী মা বন্দিনী হয়েছে হায়
রাবণের হাতে।
এই সে অশোকবন পতিচিন্তা করে মা
কাঁদে দিনরাতে—।
এলো উদ্ধার করিতে তাকে বীর হনুমান
সুগ্রীবের অনুচর রামঅন্ত প্রাণ।
রামের আংটি দিয়া দিলো পরিচয়
তারে কনক কেউর দিয়া সীতা দেবী কয়
কুশল সংবাদ কহ শুনিয়া দুশ্চিন্তা মোর
দূর হয় যাতে।
জনক নন্দিনী মা বন্দিনী হয়েছে হায়
রাবণের হাতে
ক্রোধে দগ্ধ হইল বীরের আনন
করে ভেঙ্গে চুরে একাকার অশোক কানন
ছুটে এলো রাবণের যত অনুচর
চারিদিকে রব ওঠে মার ওকে ধর
সব রাক্ষস নিহত হইল শ্রী হনুমানের
চপেটাঘাতে।
ছুটে এল ইন্দ্রজীৎ মেঘনাদ ও আসে
চিৎপটাং হইলেন বীর তখন মায়া পাশে।
রাবণ আদেশ দিল সব কথা শুনে
ওকে বেঁধে নিয়ে মারো সব পুরিয়ে আগুনে।
শ্রী হনুমানের গায়ে আগুন লাগানো হইল
আদেশের সাথে।
লেজের আগুনে বীর লংকা দহন করে
প্রাসাদের সোনা যত গ'লে গ'লে পড়ে—
শ্রী হনুমানের গায়ে যে আগুন জ্বলে
মুখে পুড়ে দাও লেজ সীতা তাকে বলে।
মুখেতে পুরিলেন লেজ হইলেন শ্রী মহাবীর
পুরিয়ে নিজের মুখ করেছিলেন
মুখ পোড়া তাতে।
মহাবীর সীতাকে করেছে উদ্ধার।
আর আজ—আজ যে উল্টো সব
মুখ পেড়োদের দল
ভেঙ্গে দেয় সতীর সংসার—

শিল্পী—আরতি মুখোপাধ্যায়

(৬)

ভিক্ষা চাইতে নয়
এসেছি একটা আবেদন নিয়ে
তোমাদের কাছে।
ঘরে অসুস্থ ভাই, ওষুধ পথ্যি নাই
একটু সাহায্য চাই যদি তাঁর জীবনটা বাঁচে।
এসেছি এই আবেদন নিয়ে তোমাদের কাছে।
দয়া ভিক্ষা চাইনাতো কারোও
মনুষ্যত্ব যদি কেউ দেখাতেই পারো।
তবেই নেব গো কিছু
সে দান নিতেও যেন আনন্দ আছে।
ভাইফোঁটা দেয় যে হাত সেই হাত পেতে।
যদি দুঃস্থ ভাইকে বোন বাঁচাতেই চায়
নেই অসম্মান এতে।
সমবেদনায় যা দেবে
নেব নিজেরই আপনজন ভেবে।
চাই না হ'তে আমি কাঁটাভরা পরগাছা
কারো ফুল গাছে।

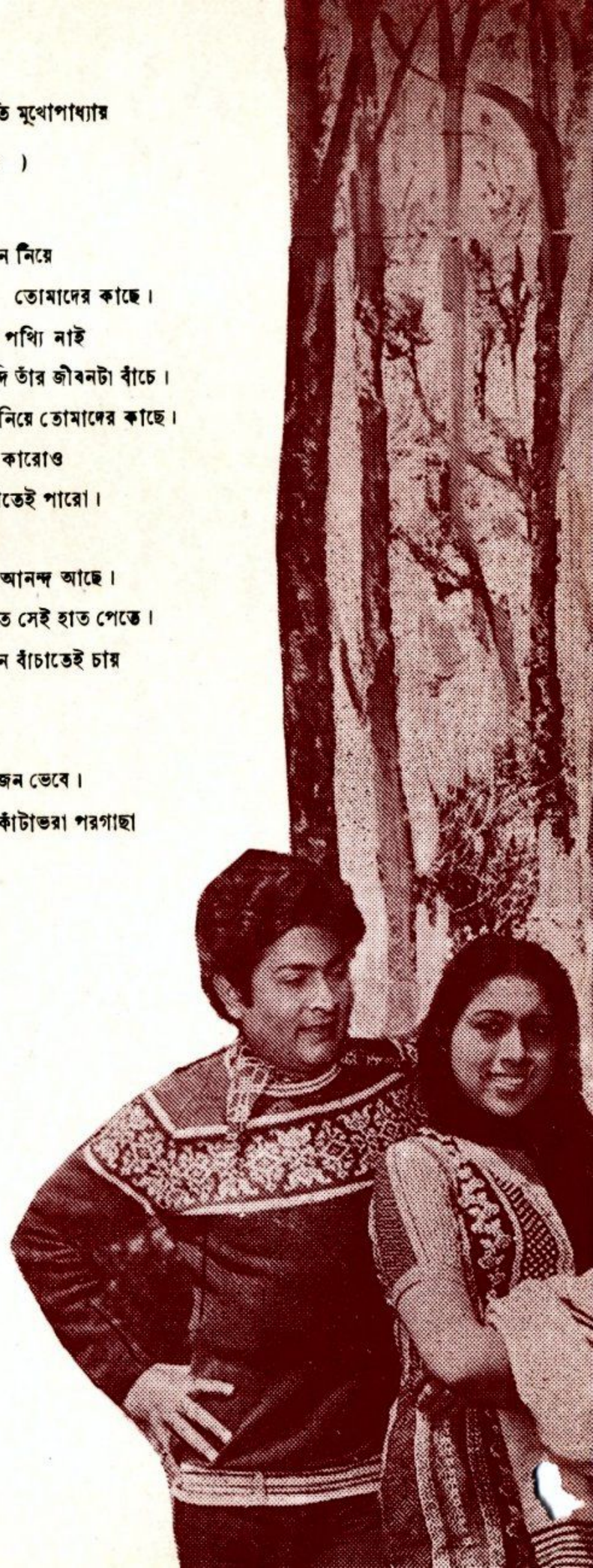

বীরেন রায় প্রযোজিত
শ্রীপ্রোডাকসন্সের তৃতীয় নিবেদন

নন্দন

কাহিনী ও গীতরচনা : গৌরী প্রসন্ন মজুমদার।
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়।
সঙ্গীত পরিচালনা : নীতা সেন।

চিত্রগ্রহণ : পিন্টু দাশগুপ্ত ॥ সহকারী : বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী, অলোক কুণ্ডু, বাউড়ী বন্ধু জানা ॥ সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায় ॥ সহকারী : জয়দেব দাস ॥ শিল্প-নির্দেশনা : সুবোধ দাস ॥ সহকারী বুদ্ধদেব ঘোষ ॥ রূপসজ্জা : গৌর দাস ॥ সহকারী : তারাপদ পাইন ॥ তত্ত্বাবধায়ক : অর্ণব বোস ॥ সহকারী সংগীত-পরিচালনা : অলক নাথ দে ॥ কর্মসচিব : বীরেন মুখোপাধ্যায় ॥ সহকারী : সুরেন দাস, অসিত বোস, হাবুল রায় ॥ সজ্জাকর : বিষ্টু দাস (সিনেড্রেস) ॥ স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ (প্রভু) ॥ প্রচার : বিমল মুখার্জী ॥ পরিচয়-লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ সংগীতগ্রহণ ও শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চ্যাটার্জী ॥ সহকারী : বলরাম বারুই ॥ সহকারী পরিচালনা : সুশীল বিশ্বাস, কাজল মজুমদার, তাপস গুহ ॥ শব্দগ্রহণ : অনিল দাশগুপ্ত ও সৌমেন চ্যাটার্জী ॥ আলোক-সম্পাত : প্রভাত ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন দাস, সুনীল শর্মা, তারাপদ মান্না, কাশী কাহার, রামদাস, হংসরাজ ও কাল্টু ভট্টাচার্য ॥ রসায়নাগার : জ্ঞান ব্যানার্জী, কমল দাস, সুনীল ব্যানার্জী, কালীপদ বোস, স্বপন নন্দী।

: অভিনয়ে :

সুমিত্রা মুখার্জী, তনুশ্রী শংকর, অসীমকুমার, জয় সেনগুপ্ত, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন চ্যাটার্জী, মৃণাল মুখোপাধ্যায়, মাঃ বাপ্পা, মন্মথ মুখার্জী, শম্ভু ভট্টাচার্য্য, রূপক মজুমদার, শ্যামলী চক্রবর্তী, তপতী দেবী, অসীম, চূণী মুখার্জী, অর্ণব বোস, কেষ্ট ব্যানার্জী, সমীর মুখার্জী, মিলন, শৈলেন, বিনয়, রাজ সাহানী, বাদল, জ্যাম বড়ুয়া, মনোজ, তাপস, বাচ্চু, মাঃ রক্তিম, পিটার, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, শিখা, শান্তা দেবী, লক্ষী দেবী, পাপিয়া, স্বপন, সুনীল, অটল, শৈলেন, চন্দ্রকান্ত, সুবল, মণ্টু, নিমাই, অসিত, অনুপ কর্মকার, কণা দত্ত (দার্জিলিং) এবং অন্যান্য
এবং নাম ভূমিকায় একটি ট্রেন্ড বানর সাবিত্রী কুমার এবং এন, জেমস, (এ্যানিমাল ট্রেনার, মাদ্রাস)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

ডানকান ব্রাদার্স, রঙ্গলি রঙ্গলিয়ট টি গার্ডেন, দার্জিলিং, রঙ্গলি রঙ্গলিয়ট পি, এস, দার্জিলিং, রিজেন্ট পার্ক পুলিশ ষ্টেশন, কলিকাতা। ডাঃ রথীন বোস, ইভল্যাণ্ড নারসিং হোম। ডাঃ জি, সি, বড়াল, হারমনি নারসিং হোম। শ্রীবোমকেশ বোস, মিসেস্ সান্যাল, শ্রীজগদীশ দাস, শ্রীযোগেশ চন্দ্র কর্মকার, শ্রীএন, কর্মকার, টাউন ইনস্পেকটার দার্জিলিং। এ্যাডিশনাল এস, পি, দার্জিলিং। গোপাল দাস সেণ্ট্রাল বোর্ডিং দার্জিলিং। সুরেশ কিরণ ফার্মেসী। জি, এস, ব্রাদার্স ঘোষ এ্যাণ্ড ব্রাদার্স (জুয়েলার্স)। কুশল কর, সুব্রত গাঙ্গুলী, অনুপ কর্মকার।

কণ্ঠসংগীত : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায় * আরতি মুখোপাধ্যায় * সুধীন সরকার * কমল গাঙ্গুলী।**

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে আনন্দ চক্রবর্তীর তত্ত্বাবধানে গৃহীত এবং ফিল্ম সার্ভিস ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত।

বিশ্ব-পরি[illegible] : **মিতালী ফিল্মস্ প্রাঃ লিঃ**

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, [illegible]রণি, কলিকাতা-৭০০[illegible]